

## সূরা ৭২ : জিন, মাক্কী

(আয়াত ২৮, রুকু ২)

## ৭২ - سورة الجن، مَكِّيَّة

(آيَاتُهَا : ২৮، رُكُوعَاتُهَا : ২)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
১। বল : আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরাতো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি -	۱. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا
২। যা সঠিক পথ নির্দেশ করে; ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের রবের সাথে কোন শরীক স্থির করবনা।	۲. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا
৩। এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের রবের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী এবং না কোন সন্তান।	۳. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا
৪। এবং আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করত।	۴. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا
৫। অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জিন, আল্লাহ সম্বন্ধে কখনও মিথ্যা আরোপ	۵. وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّنْ تَقُولَ

করবেনা।	الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
৬। আর যে কতিপয় মানুষ কতক জিনের স্মরণ নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মস্তরিতা বাড়িয়ে দিত।	ۖ. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا
৭। আর জিনরা বলেছিল : তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কেহকেও পুনরুত্থিত করবেননা।	ۗ. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا

### জিন জাতির কুরআন শ্রবণ এবং ঈমান আনয়ণ

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ফু'লু ওহি' ইলী' أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا : ওয়া সাল্লামকে বলেন :  
 هَ نَابِی! تُوْمِی تُوْمَارِ ক়াওমকে ঐ  
 غُطْنَانِطِ অবহিত কর যে, জিনেরা কুরআন কারীম শুনেছে, সত্য জেনেছে, ওর উপর ঈমান এনেছে এবং ওর অনুগত হয়েছে। জিনদের একটি দল কুরআন কারীম শুনে নিজেদের ক়াওমের মধ্যে গিয়ে বলে :  
 إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا : আজ আমরা এক অতি চমৎকার ও বিস্ময়কর কিতাবের বাণী শুনেছি যা সত্য ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। আমরা তা মেনে নিয়েছি। এখন এটা অসম্ভব যে, আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কারও ইবাদাত করব। এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতের মত :

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ

স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ২৯) এর তাফসীর হাদীসসমূহের মাধ্যমে আমরা ঐ আয়াতে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

জিনেরা নিজেদের সম্প্রদায়কে বলে : আমাদের রবের কার্য, ক্ষমতা ও নির্দেশ উচ্চ মানের ও বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর নি‘আমাতরাজি, শক্তি এবং সৃষ্টজীবের প্রতি করুণা অপরিসীম। (তাবারী ২৩/৬৪৮) মুজাহিদ (রহঃ) ও ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা উচ্চাঙ্গের। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, তাঁর মহত্ত্ব ও সম্মান অতি উন্নত। আবু দারদাহ (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ) ইব্ন যুরাইয (রহঃ) বলেন যে এর অর্থ হচ্ছে, তাঁর যিক্র উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁর মাহাত্ম্য খুবই উন্নত মানের।

## জিনদের স্বীকারোক্তি প্রদান যে, আল্লাহর কোন সন্তান কিংবা স্ত্রী নেই

ঐ জিনেরা তাদের কাওমকে আরও বলে : مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا : আল্লাহ গ্রহণ করেননি কোন স্ত্রী এবং না কোন সন্তান। এর থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, জিনরা ইসলাম কবুল করল এবং কুরআনকে আল্লাহ প্রেরিত বাণী বলে বিশ্বাস করল এবং আল্লাহর কোন সন্তান কিংবা অংশীদার নেই বলে সাক্ষ্য প্রদান করল।

তারা আরও বলে : وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا : আমাদের নির্বোধরা অর্থাৎ শাইতানরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে ও অপবাদ দেয়। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণও হতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই যে আল্লাহর জন্য স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করে সে নির্বোধ এবং চরম মিথ্যাবাদী। সে বাতিল আকীদা পোষণ করে এবং অন্যায় ও অবিচারমূলক কথা মুখ থেকে বের করে।

ঐ জিনেরা আরও বলতে থাকে : وَأَنَا ظَنَنَّا أَنَّ لَّنَ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ : আমাদের ধারণা ছিল যে, দানব ও মানব কখনও আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারেনা। কিন্তু কুরআন পাঠ করে আমরা জানতে পারলাম এবং বিশ্বাস করলাম যে, এ দু’টি জাতি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সত্তা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

## জিনদের ঔদ্ধত্যতার এও একটি কারণ ছিল যে, মানুষেরা তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করত

এরপর বলা হচ্ছে : জিনদের খুব বেশি বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ এই যে, তারা দেখত যে, যখনই মানুষ কোন জঙ্গলে বা মরু প্রান্তরে যেত তখনই সে বলত :

আমি এই জঙ্গলের সবচেয়ে বড় জিনের আশ্রয় গ্রহণ করছি। এ কথা বলার পর সে মনে করত যে, সে সমস্ত জিনের অনিষ্ট হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। যেমন তারা যখন কোন শহরে যেত তখন ঐ শহরের বড় নেতার শরণাপন্ন হত। ফলে ঐ শহরের অন্যান্য লোকও তাদেরকে কোন কষ্ট দিতনা, যদিও তারা তার শত্রু হত। যখন জিনেরা দেখল যে, মানুষও তাদের আশ্রয়ে এসে থাকে তখন তাদের ঔদ্ধত্য ও আত্মসন্ত্রিস্তা আরও বৃদ্ধি পেল এবং তারা আরও বেশি বেশি মানুষের ক্ষতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠল। প্রকৃতপক্ষে দানবরা মানবদেরকে ভয় করত যেমন মানবরা দানবদেরকে ভয় করত, বরং তার চেয়েও বেশী। এমনকি যে জঙ্গলে বা মরু প্রান্তরে মানব যেত সেখান থেকে দানবরা পালিয়ে যেত। সুদী (রহঃ) বলেন, যখন থেকে মুশরিকরা দানবদের শরণাপন্ন হতে শুরু করল এবং বলতে লাগল : ‘এই উপত্যকার জিন-সরদারের আমরা শরণাপন্ন হলাম এই স্বার্থে যে, সে আমাদের, আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের ধন-মালের কোন ক্ষতি সাধন করবেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, মানুষ যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে জিনদের কাছে আশ্রয় চাওয়া শুরু করে তখন থেকে জিনদের সাহস বেড়ে গেল। (তাবারী ২৩/৬৫৫) কারণ তারা মনে করল যে, মানুষইতো তাদেরকে ভয় করে। সুতরাং তারা নানা প্রকারে মানুষকে ভয় দেখাতে, কষ্ট দিতে ও উৎপীড়ন করতে লাগল।

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, এক সময় জিনেরাও মানুষকে ভয় করত, বরং অনেক বেশী ভয় করত, যেমনটি মানুষেরা জিনদেরকে এখন ভয় করে। লোকেরা যখন পাহাড়-পর্বতে আরোহন করত জিনেরা তখন তাদের দেখে পালিয়ে যেত। মানুষের দলপতি পাহাড়ে উঠে বলত : এই এলাকার বাসিন্দাদের দলপতির কাছে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন জিনেরা বলতে লাগল : আমরাতো লক্ষ্য করছি যে, আমরা যাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াই তারাইতো আমাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এরপর জিনেরা আস্তে আস্তে মানুষের কাছে আসতে শুরু করল এবং তাদেরকে মস্তিস্ক বিকৃত ও পাগলামীতে জড়িয়ে ফেলতে লাগল। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

আবুল আলিয়া (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, رَهَقًا এর অর্থ হচ্ছে পাপ বা দুষ্কার্য। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, কাফিরদের দুষ্কার্য শুধু বাড়তেই থাকবে।

<p>৮। এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উচ্চাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।</p>	<p>۸. وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا</p>
<p>৯। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিষ্ক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উচ্চাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।</p>	<p>۹. وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَحْدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا</p>
<p>১০। আমরা জানিনা, জগতবাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না কি তাদের রাব্ব তাদের মংগল করার ইচ্ছা রাখেন।</p>	<p>۱۰. وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَهُمَ رَشْدًا</p>

রাসূলের (সাঃ) রিসালাতের পূর্বে জিনেরা আকাশ থেকে খবর  
সংগ্রহ করত, কিন্তু নাবুওয়াতের পর তাদেরকে বজ্রপাতের  
মাধ্যমে তড়িয়ে দেয়া হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বি’সাতের (রিসালাতের) পূর্বে  
জিনেরা আকাশের উপর গিয়ে কোন জায়গায় বসে পড়ত এবং কান লাগিয়ে এবং  
একটার সঙ্গে শতটা মিথ্যা মিলিয়ে দিয়ে নিজেদের লোকদের এবং গনকদের কাছে  
বলে দিত। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পয়গম্বর  
রূপে পাঠানো হল এবং তাঁর উপর কুরআন কারীম নাযিল হতে শুরু হল তখন  
আকাশের উপর কঠোর প্রহরী নিযুক্ত করা হল। ফলে ঐ শাইতানদের পূর্বের মত

সেখানে বসে পড়ার আর সুযোগ রইলনা, যাতে কুরআনুল কারীম ও গণকদের কথার মধ্যে মিশ্রণ না ঘটে এবং সত্যের সন্ধানীদের কোন অসুবিধা না হয়।

ঐ মুসলিম জিনগুলি তাদের সম্প্রদায়কে বলে : পূর্বেতো আমরা আকাশে বিচরণ করতাম। কিন্তু এখনতো দেখা যায় যে, সেখানে কঠোর প্রহরী রয়েছে! **وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ**

**أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا** এর প্রকৃত রহস্য যে কি তা আমাদের জানা নেই। মহামহিমাবিত আল্লাহ জগদ্বাসীর মঙ্গলই চান, নাকি তাদের অমঙ্গলই অভিপ্রেত তা আমরা বলতে পারিনা।

ঐ মুসলিম জিনদের আদব-কায়দা লক্ষ্যণীয় যে, তারা অমঙ্গলের সম্বন্ধের জন্য কোন কর্তা উল্লেখ করেনি, কিন্তু মঙ্গলের সম্বন্ধ আল্লাহ তা‘আলার সাথে লাগিয়েছে এবং বলেছে : এই প্রহরী নিযুক্তিকরণের উদ্দেশ্য যে কি তা আমরা জানিনা। অনুরূপভাবে সহীহ হাদীসেও এসেছে : ‘অমঙ্গল ও অকল্যাণ আপনার পক্ষ থেকে নয়।’ (মুসলিম ১/৫৩৫) ইতোপূর্বেও মাঝে মাঝে তারকা নিক্ষিপ্ত হত, কিন্তু এত অধিকভাবে নয়। যেমন হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বসেছিলাম, হঠাৎ আকাশে একটি তারা নিক্ষিপ্ত হল এবং আলো বিচ্ছুরিত হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘তোমরা এটা সম্পর্কে কি বলতে?’ আমরা উত্তরে বললাম : আমরা বলতাম যে, কোন মহান ব্যক্তির জন্মের কারণে বা কোন বুয়ুর্গ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে এরূপ হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : ‘না, তা নয়। বরং যখন আল্লাহ আকাশে কোন কাজের ফাইসালা করেন (তখন এরূপ হয়ে থাকে)।’ সূরা সাবার তাফসীরে এ হাদীসটি পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। (মুসলিম ৪/১৭৫০) যা হোক, আল্লাহর এ ব্যবস্থা গ্রহণের পর জিনেরা চতুর্দিকে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করল যে, তাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ হওয়ার কারণ কি? সুতরাং তাদের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ফাজরের সালাতে কুরআন কারীম পাঠরত অবস্থায় পেল। তারা তখন বুঝতে পারল যে, এই নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বি‘সাত এবং এই কালামের অবতরণই তাদের আকাশে যাওয়ার পথ বন্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ। অতঃপর ভাগ্যবান ও বুদ্ধিমান জিনেরাতো মুসলিম হয়ে গেল। আর অবশিষ্ট জিনদের ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ হলনা। সূরা আহকাফের **وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ**

(সূরা আহকাফ, ৪৬ : ২৯) এই আয়াতের তাফসীরে এর পূর্ণ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৫৩৭)

নক্ষত্ররাজির ঝরে পড়া এবং আকাশ সুরক্ষিত হওয়া শুধুমাত্র জিনদের জন্যই নয়, বরং মানুষের জন্যও এক ভীতিপ্রদ নিদর্শন ছিল। তারা ভয় পাচ্ছিল এবং অপেক্ষমান ছিল যে, দেখা যাক কি ফল হয়। তারা মনে করেছিল যে, পৃথিবী বুঝি এখনই ধ্বংস হয়ে যাবে। সুদী (রহঃ) বলেন যে, আকাশমন্ডলী কখনও পাহাড়া অবস্থায় থাকেনা, যদি না কোন নাবী পৃথিবীতে আর্বিভূত হতেন, অথবা আল্লাহর দীন বিজয়ী হয়ে অন্যান্য বাতিল মতবাদ পর্যুদস্ত না হত।

শাইতানরা ইতোপূর্বে আসমানী বৈঠকে বসে মালাইকার পারম্পরিক আলোচনা শুনত। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাসূলরূপে প্রেরিত হলেন তখন এক রাতে শাইতানদের প্রতি এক বড় অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হল, যা দেখে তায়েফবাসীরা বিচলিত হয়ে পড়ল যে, সম্ভবতঃ আকাশবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হল। তারা লক্ষ্য করল যে, ক্রমান্বয়ে তারকাগুলি ভেঙ্গে পড়ছে এবং অগ্নিশিখা উঠতে রয়েছে। আর দূর দূরান্ত পর্যন্ত তীক্ষ্ণতার সাথে চলতে রয়েছে। এ দেখে তায়েফবাসী তাদের গোলামদের আযাদ করতে এবং ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ছেড়ে দিতে শুরু করল। পরিশেষে আবদে ইয়ালীল ইব্ন আমর ইব্ন উমায়ের, যিনি বিচার কাজ পরিচালনা করতেন তিনি তাদেরকে বললেন : ‘হে তায়েফবাসী! তোমাদের সম্পদগুলি তোমরা ধ্বংস করছ কেন? তোমরা দিক-নির্দেশক তারকাগুলি গণনা করে দেখ, যদি তারকাগুলিকে নিজ নিজ জায়গায় পেয়ে যাও তাহলে জানবে যে, আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়নি। বরং এসব ব্যবস্থাপনা শুধু ইব্ন আবী কাবশার (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের) জন্যই হচ্ছে। আর যদি তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যি সত্যিই তারকাগুলি নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে নেই তাহলে নিশ্চিতরূপে জানবে যে, আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়ে গেছে।’ তারা তখন নক্ষত্রগুলি গণনা করে দেখতে পেল যে, তারকাগুলি নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানেই রয়েছে। এ দেখে তায়েফবাসীরাও আশ্বস্ত হল এবং শাইতানরাও পালিয়ে গেল। তারা ইবলীসের কাছে গিয়ে তাকে ঘটনাটি জানালো। ইবলীস তখন তাদেরকে বলল : ‘তোমরা প্রত্যেক এলাকা হতে আমার নিকট এক মুষ্টি করে মাটি নিয়ে এসো যাতে আমি ওর দ্বাণ নিতে পারি।’ তারা তার নিকট মাটি নিয়ে এলো। সে মাটির দ্বাণ নিল এবং বলল : ‘এর হেতু মাঝায় রয়েছে যেখানে তোমাদের বন্ধু রয়েছেন।’ ইবলিস

তখন সাতজন জিন মাঝায় প্রেরণ করল। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদুল হারামে সালাত আদায় করছেন। তারা আরও কাছে গিয়ে মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শুনছিল। কুরআন শুনে ঐ জিনদের অন্তর কোমল হয়ে যায় এবং তারা মুসলিম হয়ে যায় এবং নিজেদের কাওমকেও ইসলামের দাওয়াত দেয়।

আমরা এই পূর্ণ ঘটনাটি ‘কিতাবুস সীরাত’ এ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সূচনার বর্ণনায় লিখে দিয়েছি। সুতরাং আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা।

<p>১১। এবং আমাদের কতক সৎ কর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী;</p>	<p>۱۱. وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا</p>
<p>১২। এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবনা এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবনা।</p>	<p>۱۲. وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّن نَّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نَّعْجِزَهُ هَرَبًا</p>
<p>১৩। আমরা যখন পথ নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি ঈমান আনে তার কোন ক্ষতি কিংবা জোড় যবরদস্তির আশংকা থাকবেনা।</p>	<p>۱۳. وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ ۖ فَلَا يَحْخَفُ خَوْفًا وَلَا رَهَقًا</p>
<p>১৪। আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমা লংঘনকারী; যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তি তভাবে সত্য পথ বেছে নেয়।</p>	<p>۱۴. وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَن أَسْلَمَ</p>



	فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا
১৫। অপর পক্ষে সীমা লংঘনকারীতো জাহান্নামেরই ইন্ধন।	۱۵. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا
১৬। তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাদেরকে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম -	۱۶. وَاللّٰوِ اسْتَقِمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا
১৭। যদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম। যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয় তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন দুঃসহ শাস্তিতে।	۱۷. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا

### জিনেরা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাদের মাঝেও মু'মিন ও কাফির রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন : وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ : জিনেরা নিজেদের সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলে : আমাদের মধ্যে কতক রয়েছে সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক রয়েছে দুষ্কৃতিকারী। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী। (তাবারী ২৩/৬৫৯)

আ'মাশ (রহঃ) বলেন : 'একটি জিন আমাদের কাছে আসত। আমি একদা তাকে জিজ্ঞেস করলাম : তোমাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য কি? সে উত্তরে বলল : 'ভাত।' আমি তাকে ভাত এনে দিলাম। তখন দেখলাম যে, খাদ্যগ্রাস ক্রমাগত উঠতে রয়েছে বটে, কিন্তু খাদ্য ভক্ষণকারী কারও হাত দ্বারা তুলতে দেখা যাচ্ছেনা। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম : আমাদের মত তোমাদেরও কি কামনা বাসনা রয়েছে? সে জবাব দিল : 'হ্যাঁ, রয়েছে।' আমি তাকে আবার প্রশ্ন করলাম

ঃ রাফিযী সম্প্রদায়কে তোমাদের মধ্যে কিরূপ গণ্য করা হয়? উত্তরে সে বলল : ‘তাদেরকে অতি নিকৃষ্ট সম্প্রদায় রূপে গণ্য করা হয়।’ হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল মিয্বী বলেন যে, আমাশের (রহঃ) বর্ণনাধারাটি সঠিক।

## জিনেরা আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে স্বীকার করে

এরপর জিনদের আরও উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে : **وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا** এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে এড়িয়ে চলতে পারবনা এবং তাঁর থেকে পলায়ন করে অন্য কোথাও লুকিয়েও থাকতে পারবনা। কোনক্রমেই তাঁর নাযর থেকে দূরে সরে থাকা সম্ভব নয়।

অতঃপর গৌরব প্রকাশ করে জিনেরা বলে : **وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ** আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আর এটা গৌরব প্রকাশেরই স্থান বটে। এর চেয়ে বড় ফাযীলাত ও মর্যাদা আর কি হতে পারে যে, আল্লাহর কালাম শোনা মাত্রই তা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করল এবং সাথে সাথেই তারা ঈমান আনল?

এরপর তারা বলে : **فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا** যে ব্যক্তি তার রবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার কোন ক্ষতি কিংবা কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, সে যেন এ ভয় না করে যে, সে যে ভাল আমল করেছে তা থেকে তার প্রাপ্য কমে যাবে অথবা এ আশংকাও না করে যে, সে যে পাপ করেছে তা ছাড়া অন্যের বোঝা বহন করতে হবে। (তাবারী ২৩/৬৬০) যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

## فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

এবং যে সৎ কাজ করে মু'মিন হয়, তার আশংকা নেই অবিচারের এবং ক্ষতিরও। (সূরা তা-হা, ২০ : ১১২)

তারপর ঐ জিনেরা আরও বলে : **وَأَنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ** আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালঙ্ঘনকারী, যারা আত্মসমর্পণ

করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বেছে নেয়। পক্ষান্তরে যারা সীমালংঘনকারী তারাতো হবে জাহান্নামেরই ইক্ষন।

وَأَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا. لَنَفْتَنَهُمْ فِيهِ ۖ

ভাবার্থ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হল : যদি সমস্ত মানুষ ইসলামের উপর, সোজা-সঠিক পথের উপর এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত তাহলে আমি তাদের উপর প্রচুর বারি বর্ষণ করতাম এবং তাদের জীবিকায় প্রশস্ত তা ও স্বচ্ছলতা দান করতাম। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

আর যদি তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কুরআন) তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, ওর থেকে যথারীতি আমলকারী হত তাহলে তারা উপর (অর্থাৎ আকাশ) হতে এবং নিম্ন (অর্থাৎ যমীন) হতে প্রাচুর্যের সাথে আহার পেত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৬৬) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাতের দ্বারসমূহ খুলে দিতাম। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৯৬)

মহান আল্লাহর উক্তি : যদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম যে, কে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কে পথভ্রষ্ট হয়। মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'যদ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম' এর অর্থ হল আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম যে, যারা পাপের কাজে নিয়োজিত থাকে তাদের থেকে কারা হিদায়াতের পথে ফিরে আসে। আল আউফীও (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সাঈদ ইব্ন মুসায়িব (রহঃ), 'আতা (রহঃ), সুদী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাজী (রহঃ) এবং যাহ্‌হাকও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। মুকাতিল (রহঃ) বলেন যে, এই

আয়াতটি কুরাইশ কাফিরদের প্রতি ঐ সময় অবতীর্ণ হয়েছিল যখন পর পর সাত বছর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বৃষ্টির পানি থেকে বঞ্চিত রাখেন।

দ্বিতীয় ভাবার্থ হল : যদি তারা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে যেত তাহলে আমি তাদের উপর জীবিকার দরজা খুলে দিতাম, যাতে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয় এবং আল্লাহকে ভুলে গিয়ে নিকৃষ্টতম শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ  
إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শাস্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল। (সূরা আন'আম, ৬ : ৪৪) অন্যত্র বলেন :

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ  
لَا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্বারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনুন. ২৩ : ৫৫-৫৬) ইহা ছিল আবু মিলহাজের (রহঃ) দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইহা ইব্ন হুমাইদের (রহঃ) মতামতের সাথেও মিলে যায়। ইব্ন হুমাইদ (রহঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, ইহার অর্থ হল পথভ্রষ্টতার পথ। ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) উভয়ে ইহা লিপিবদ্ধ করেছেন। (তাবারী ২৩/৬৬৩) আল বাগাভীও (রহঃ) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), আল কালবী (রহঃ) এবং ইব্ন কাইসান (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (বাগাভী ৪/৪০৪)

এরপর বলা হচ্ছে : যে কেহ তার রবের যিক্র হতে বিমুখ হয়, তার রাব্ব তাকে তীব্র ও দুঃসহ যন্ত্রণাকাতর শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ

(রহঃ) عَذَابًا صَعَدًا আয়াতাংশ সম্পর্কে অর্থ করেছেন, কঠোরতা ও কোন রকম ছাড় না দেয়া।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, صَعَدٌ হল জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম। (তাবারী ২৩/৬৬৪) আর সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ওটা জাহান্নামের একটি কূপের নাম।

১৮। এবং এই যে মাসজিদসমূহ, আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কেহকেও ডেকনা।	১৮. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
১৯। আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দন্ডায়মান হল তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো।	১৯. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يُكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا
২০। বল : আমি আমার রাব্বকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কেহকে শরীক করিনা।	২০. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا
২১। বল : আমি তোমাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক নই।	২১. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا
২২। বল : আল্লাহর শাস্তি হতে কেহ আমাকে রক্ষা করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন	২২. قُلْ إِنِّي لَنْ تُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ

আশ্রয় পাবনা।	مُلْتَحَدًا
২৩। কেবল আল্লাহর বাণী পৌছানো এবং তা প্রচার করাই আমার কাজ। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।	۲۳. إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا
২৪। যখন তারা প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা বুঝতে পারবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প।	۲۴. حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعُفٌ نَّاصِرًا وَأَقْلٌ عَدَدًا

### একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং শিরক হতে দূরে থাকতে বলা হয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর ইবাদাতে শিরক করা হতে বিরত থাকে এবং তাঁর সমকক্ষ করে যেন অন্য কেহকেও না ডাকে। কেহকেও যেন আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যে শরীক না করে। কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াহুদ ও খৃষ্টানরা তাদের গীর্জা ও মন্দিরে গিয়ে আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে শরীক করত। তাই তাঁর নাবীর মাধ্যমে এই উম্মাতকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ইবাদাতে তাঁকেই এককভাবে ডাকে। (তাবারী ২৩/৬৬৫) অর্থাৎ উম্মাতের সবাই যেন একাত্মবাদী হয়ে থাকে।

সান্দিদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, জিনেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করল : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তো দূর দূরান্তে থাকি, সুতরাং আপনার মাসজিদে সালাত আদায় করতে আসতে পারি কি করে?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘উদ্দেশ্য হল সালাত আদায় করা এবং আল্লাহর ইবাদাতে রত থাকা, তা

যেখানেই হোক না কেন।’ তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় : **وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا** এবং এই যে মাসজিদসমূহ, আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কেহকেও ডেকনা। (তাবারী ২৩/৬৬৫)

### কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য জিনেরা সমবেত হয়

**وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا** এ আয়াতের একটি ভাবার্থে আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেন যে, জিনেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে যখন কুরআন পাঠ শুনল তখন তারা অতি আগ্রহে এমনভাবে দ্রুত অগ্রসর হল যেন একে অপরের মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। যখন তারা তাঁকে কুরআন থেকে তিলাওয়াত করতে শুনতে পেল তখন তারা তাঁর আরও কাছে এল। কিন্তু তিনি এর কিছুই অবগত ছিলেননা, যতক্ষণ না জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে এসে নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতে বলেন। তখন তারা কুরআনের আয়াত শুনছিলেন। ইহা একটি দলের অভিমত যা যুবাইর ইব্নুল আওয়াম (রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় অভিমতটি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে ইব্ন জারীর (রহঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন যে, জিনেরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর সাহাবীগণকে রুকুর সময় রুকু এবং সাজদাহর সময় সাজদাহ করার মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করতে দেখল তখন তারা আশ্চর্যান্বিত ও বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়ল এবং **لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا** যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হল তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো’।

দ্বিতীয় ভাবার্থ হল : ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জিনেরা নিজেদের সম্প্রদায়কে বলল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের (রাঃ) তাঁর প্রতি আনুগত্যের অবস্থা এই যে, যখন তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যান এবং সাহাবীগণ তাঁর পিছনে থাকেন তখন প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত আনুগত্য ও অনুকরণে এমনভাবে লেগে থাকেন যে, যেন একটা বৃত্ত। সাঈদ ইব্ন যুবাইরও (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ২৩/৬৬৭) তৃতীয় উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জনগণের মধ্যে একাত্মবাদ ঘোষণা করেন তখন কাফিরেরা দাঁত কটমট করে এই দীন ইসলামকে মিটিয়ে দিতে এবং এর আলোকে নির্বাপিত করে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এর বিপরীত, তিনি এই

দীনকে সমুন্নত করতে চান। (তাবারী ২৩/৬৬৮) ইহা হাসান বাসরীর (রহঃ) মন্তব্য। ইহা হল তৃতীয় উক্তি যা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) থেকে ব্যক্ত করা হয়েছে। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটিকে পছন্দ করেছেন, আর পরবর্তী আয়াতের সাথে এর ভাবার্থ যুক্ত করলে এই মতামতই অধিক যুক্তি সংগত বলে মনে হচ্ছে। এই তৃতীয় উক্তিটিই বেশি প্রকাশমান। কেননা এর পরেই রয়েছে : তুমি বল, আমি আমার রাব্বকেই ডাকি এবং তাঁর সঙ্গে কেহকেও শরীক করিনা।

অর্থাৎ সত্যের আহ্বান ও একাত্মবাদের শব্দ যখন কাফিরদের কানে পৌঁছে যার প্রতি তারা বহুদিন হতেই মনঃক্ষুণ্ণ ছিল তখন তারা কষ্ট প্রদানে, বিরুদ্ধাচরণে এবং অবিশ্বাসকরণে উঠে পড়ে লাগে। আর সত্যকে মিটিয়ে দিতে চায় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুতার উপর একতাবদ্ধ হয়। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলেন : আমি আমার রবের ইবাদাত করি যাঁর কোন শরীক নেই।

## রাসূল (সাঃ) হিদায়াত দেয়া কিংবা লাভ-ক্ষতি করার মালিক নন

এর পর বর্ণিত হয়েছে : **قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا** এর অর্থ হচ্ছে, বল : আমি তোমাদের সকলের মতই একজন মানুষ, তবে আমার নিকট অহী প্রেরণ করা হয়। আল্লাহর অন্যান্য বান্দা বা দাসের মত আমিও তাঁর একজন বান্দা বা দাস। তোমাদের ভাল-মন্দের ব্যাপারে আমার কোনই ক্ষমতা নেই, বরং সমস্ত কিছুর মীমাংসা বা ফাইসালা আল্লাহর কাছ থেকেই হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি নিজের ব্যাপারে বলেন যে, আল্লাহর কাছ থেকে তাঁকে রক্ষা করার অন্য আর কেহ নেই। অর্থাৎ তিনি (রাসূল) যদি আল্লাহর অবাধ্য হন তাহলে তাঁর (আল্লাহর) শাস্তি হতে তাঁকে কেহই রক্ষা করতে পারবেনা।

## দীনের প্রচার করাই ছিল রাসূলের (সাঃ) মূল কর্তব্য

বলা হয়েছে : **إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ** আমার পদমর্যাদা শুধু প্রচারক ও রাসূল হিসাবেই রয়েছে। কারও কারও মতে **إِلَّا** শব্দের ইসতিসনা বা স্বাতন্ত্র্য ۞



أَمْلِكُ এর সাথে রয়েছে। অর্থাৎ আমি লাভ-ক্ষতি এবং হিদায়াত ও যালালাতের মালিক নই। আমি তো শুধু প্রচার করি ও আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে থাকি। আবার এও অর্থ করা যেতে পারে, আমাকে শুধু আমার রিসালাতের পালনই আল্লাহর আযাব হতে বাঁচাতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও; আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অপিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৬৭) ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তারা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারবেনা এবং শাস্তিও এড়াতে পারবেনা। যখন এই মুশরিক দানব ও মানবরা কিয়ামাতের দিন ভয়াবহ আযাব দেখতে পাবে তখন তারা বুঝতে পারবে কে সাহায্যকারীর দিক দিয়ে দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প। অর্থাৎ কে একাত্মবাদে বিশ্বাসী মু'মিন, আর কে অবিশ্বাসী মুশরিক। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ঐদিন মুশরিকদের শুধু নাম হিসাবেও কোন সাহায্যকারী থাকবেনা এবং মহামহিমাবিত্ত আল্লাহর সেনাবাহিনীর তুলনায় তাদের সংখ্যা হবে অতি নগণ্য।

২৫। বল : আমি জানিনা, যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না কি আমার রাব্ব এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন?

۲۵. قُلْ إِنْ أَدْرِيْٓ أَقْرِبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيْٓ أَمَدًا

২৬। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর

۲۶. عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ

অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেননা -	عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا
২৭। তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন -	٢٧. إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا
২৮। রাসূলগণ তাদের রবের বাণী পৌছে দিয়েছেন কি না জানার জন্য; রাসূলগণের নিকট যা আছে তা তাঁর জ্ঞান গোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।	٢٨. لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِي رَبِّمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

### রাসূল (সাঃ) জানতেননা যে, কখন কিয়ামাত হবে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন : হে নাবী! তুমি জনগণকে বলে দাও : কিয়ামাত কখন হবে এ জ্ঞান আমার নেই। এমন কি ওর সময় নিকটবর্তী কি দূরবর্তী এটাও আমার জানা নেই। অধিকাংশ মূর্খ ও অজ্ঞ লোকের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যমীনের ভিতরের জিনিসেরও খবর রাখেন, এটা যে সম্পূর্ণ ভুল কথা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই আয়াতটি। এই রিওয়াযাতের কোন মূল ভিত্তিই নেই। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা। আমরা এটা কোন কিতাবে পাইনি। হ্যাঁ, এর বিপরীতটা পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত আছে। জিবরাঈলও (আঃ) গ্রাম্য লোকের রূপ ধরে তাঁর নিকট এসে তাঁকে কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি তাঁকে পরিষ্কারভাবে উত্তর দিয়েছিলেন যে, এর জ্ঞান যেমন জিজ্ঞেসকারীর নেই, তেমনই জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিরও নেই।

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, একজন গ্রাম্য লোক উচ্চৈঃস্বরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করে : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামাত কখন হবে?’ উত্তরে তিনি বলেন : ‘কিয়ামাততো অবশ্যই হবে, তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ তা বল দেখি?’ লোকটি বলল : ‘আমার কাছে সালাত, সিয়ামের আধিক্য নেই, তবে এটা সত্য যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন : ‘তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই তুমি থাকবে।’ আনাস (রাঃ) বলেন যে, মুসলিমরা এ হাদীস শুনে যত বেশি খুশি হয়েছিল অন্য হাদীস শুনে ততো বেশি খুশি হয়নি। (ফাতহুল বারী ১/১৪০, বুখারী ৬১৬৭) এ হাদীস দ্বারাও জানা গেল যে, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিলনা। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ  
আল্লাহ অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেননা, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। যেমন আল্লাহ তা‘আলার উক্তি :

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেহ ধারণা করতে পারেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৫) মানুষের মধ্য থেকেই হোক বা দানবের মধ্য থেকেই হোক, আল্লাহ যাকে যেটুকু চান অবহিত করে থাকেন। আবার এর আরও বিশেষত্ব এই যে, তার হিফাযাত এবং সাথে সাথে এই ইল্মের প্রসারের জন্য আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা হচ্ছে তার আশেপাশে নিয়োজিত সদা রক্ষক মালাইকা।

لِيَعْلَمَ এর ضَمِيرٌ বা সর্বনামটি কারও কারও মতে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ফিরেছে। অর্থাৎ জিবরাঈলের (আঃ) সামনে ও পিছনে চারজন মালাইকা থাকতেন। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া যাহ্বাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবিবও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রাযযাক (রহঃ) মা‘মার (রহঃ) থেকে, তিনি কাতাদাহ (রহঃ) থেকে বলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁরা তাঁদের রবের পয়গাম সঠিকভাবে তাঁর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। (আবদুর রাযযাক ৩/৩২৩) সাঈদ ইব্ন আবী আরুবাহও (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং আযাতের ভাবার্থ হিসাবে একেই ইব্ন জারীর (রহঃ) অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী

২৩/৬৭৩) আল বাগাভী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াকুব (রহঃ) এ আয়াতটি لِيُعَلِّمَ এভাবে পাঠ করতেন। ফলে এর অর্থ দাঁড়ায় : জনগণ যেন জেনে নেয় যে, রাসূলগণ দাওয়াত দিয়েছেন। (বাগাভী ৪/৪০৬) আর সম্ভবতঃ ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যেন আল্লাহ নিজেই জেনে নেন। ইবন জাওয়ী (রহঃ) তার 'যাদ আল-মাসীর' গ্রন্থে এরূপ মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর মালাইকাকে পাঠিয়ে তাঁর রাসূলদের হিফাযাত করে থাকেন, যেন তাঁরা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে পারেন ও অহীর হিফাযাত করতে পারেন। আর এভাবে আল্লাহ তা'আলাও জেনে নেন যে, তাঁরা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন তিনি বলেন :

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ  
يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ

এবং তুমি যে কিবলার দিকে ছিলে তা আমি এ জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে, আর কে তা হতে স্বীয় পদদ্বয়ে পশ্চাতে ফিরে যায় আমি তা জেনে নিব। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৪৩) অন্য এক জায়গায় বলেন :

وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ

আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা ঈমান এনেছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মুনাফিক। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ১১) এ ধরনের আরও আয়াতসমূহ রয়েছে। আর এটাতো জানা বিষয় যে, কোন কিছু হওয়ার আগেই আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে যে, কি ঘটবে। এ জন্যই এখানে এর পরেই বলেন :

وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا  
বিস্তারিত হিসাব রাখেন।